Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IV, Issue-IV, April 2016, Page No. 51-55
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

সমাজে সময় ও স্মৃতি নির্ভর চেতনা প্রবাহ-বিশ্লেষণের আলোকে

সৌগত নিয়োগী
গবেষক, শেওড়াফুলি, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

In the ocean of sensibility we are bound by time and influenced by memories. Time which is defined differentially by many scholars in different aspects actually converts future into present, present into past and past into memories in a very slow but elegant manner. Imprinting being the human memory based learning process, in concert with time may play an important role in personal as well as social life. Even after the significant advancement in recent understanding, science cannot fully define mind and distinguish it from brain. So consciousness, spirituality, human mind and other related abstract things are at far distance from scientific knowledge. By reducing earthly desire and practicing contentment and kind mindfulness one can attain the highest state of peace where there is no individuality, no expectations, no emotions even the time stops to hear the echo of divine happiness.

Key Words: Time, memory, mind, happiness, echo.

'সময় বহিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়' আর আমরা এই স্রোতে হাবুডুবু খাই আবার কখনও খড় কুটো আঁকড়ে ধরে অনুসন্ধান করি নিরাপদ আশ্রয়ের। আশ্চর্যের বিষয় সেটাও সময়ের গণ্ডির মধ্যে থেকেই। আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানী-র্দাশনিক থেকে শুরু করে সাহিত্যিক কবি শিল্পী সকলেই নানা ভাবে সময়কে সঙ্গায়িত করার চেষ্টা করেছেন। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মধ্যে ঘটনাবহুল সংযোগসাধনকারী প্রবাহমাত্রা হিসাবে সময়কে ভাবা যেতে পারে যা আপাতভাবে নিষ্ক্রিয় বোধ হলেও নিয়ত ক্রিয়াশীল থেকে ভবিষ্যতকে বর্তমানে, বর্তমানকে অতীতে আর অতীতকে স্মৃতিতে পরিণত করে চলেছে। এখন প্রশ্ন হল এই সময় নির্ভর কার্য-কারণ সর্ম্পকযুক্ত চক্রের শেষতম উপাদান 'স্মৃতি' বস্তুটি ঠিক কি? জীবনের নির্দষ্ট কোন পর্যায়ে স্বভাব নিরপেক্ষ শিক্ষণ পদ্ধতির একটি মাধ্যম হল ছাপ। স্মৃতির সঙ্গে এর নিকট সর্ম্পক। জন্মের সাথে সাথেই শিশু এই পদ্ধতির মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। বর্হিজগতের নানা জড় কিংবা সজীব উত্তেজনা আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় পঞ্চেন্দ্রিয় মারফৎ অন্তপুরে প্রবেশ করে এবং তার মধ্যে কিছু কিছু জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে মন রূপ সঞ্চয় পাত্রে থিতিয়ে পড়ে ক্রমে সেখানেই স্মৃতি হিসেবে থেকে যায়। কালচক্রে এগুলোর কোন কোনটাই বিশেষ কোন অবস্থায় পুনরায় উপরিতলে উঠে আসে। তাহলে এই বিশেষ অবস্থাটা ঠিক কি? একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। শরৎ কাল, শিউলি ফুল এবং দুর্গাপূজা- এই তিনটি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। এদের মধ্যে এতটাই গভীর সম্বন্ধ যে যেকোন একটির উপস্থিতি সহজেই অন্যগুলোকে সূচিত করে। অর্থাৎ শিউলির কথা বললে কিংবা শিউলি ফুল দেখলেই আমাদের শরৎ কাল আর র্দুগা পূজার কথা মনে পড়ে যায়। কথাটি বিপরীতক্রমেও সত্যি। আসলে স্মৃতি কখনো পৃথক ভাবে সঞ্চিত থাকে না। মানুষের মন বা মস্তিষ্কে (?) স্মৃতিগুলো একে অপরের সাথে জড়িয়ে থাকে। তাই কান টানলে যেমন মাথা আসে তেমনই ভাবনার জগতে যেকোন একটির আবির্ভাব হলেই সেই নির্দিষ্ট স্মৃতির সাথে যুক্ত থাকা বাকিগুলো অনায়াসেই চলে আসে। মনের আকাশে যে কোন একটি স্মৃতির উদয় হবার ঘটনাই হল উল্লেখিত সেই 'বিশেষ অবস্থা'। বাড়িতে খিচুড়ি আর পরমান্ন তৈরী হয়েছে, বাড়ির ছোট্ট মেয়েটি তার ঠাকুমার গলা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করছে 'আজ কিসের পূজা ঠাম্মা'? আসলে শিশু মনে খিচুড়ি-পায়েস এবং পূজা এমন ভাবে মিশে রয়েছে যে সে বুঝতেই পারে না পূজা ছাড়াও ওসব রান্না হতে পারে। এই যে একটি ঘটনা ঘটতে না ঘটতেই সম্পর্কিত অপর

ঘটনা নিয়ে বাচ্চাটির দ্বিধাহীন সিদ্ধান্তমূলক মন্তব্য তা অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষণ প্রক্রিয়ারই একটি দৃষ্টান্তবিশেষ। সামান্য চিন্তা করলেই বোঝা যায় এই রকম স্মৃতিগুলো যেভাবে প্রবেশ করেছিল অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয় অবলম্বনে 'মরমে পশিয়াছিল' সেই বিশেষ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য উপলব্ধি পথেই তা ফিরে আসে। যেহেতু আমাদের দেহে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক, এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সমাহার তাই বর্হিজগতের উত্তেজনাগুলো এই পাঁচটি পথেই অন্তরে প্রবেশ করতে পারে। বাইরের উদ্দীপক গুলোর প্রবেশ পথ অনুযায়ী উদ্দীপনাকৃত স্মৃতি বা ছাপগুলোর পৃথক পৃথক নামকরণও করা হয়। উপরিউক্ত শিশুটির ক্ষেত্রে খিচুড়ির গন্ধ কিংবা স্বাদ এই দুটিই মূলত পূজা সম্পর্কিত স্মৃতিকে ফিরিয়ে এনেছিল। এই ঘ্রানেন্দ্রিয় মারফৎ সঞ্চিত স্মৃতির পরিভাষিক নাম হল- অলফ্যাক্টরি ইম্প্রিন্টিং। গন্ধের মাধ্যমে পরিজনদের চিনতে পারার অদ্ভুত এবং তিব্র ক্ষমতা ইদুর সহ বেশ কিছু ইতর প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায়। মানুষের মধ্যে এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি নিয়ে মতভেদ থাকলেও প্রত্যেকটি মানুষের যে ভিন্ন ভিন্ন গন্ধ থাকে তা সাহিত্য এবং বিজ্ঞানে বহুল চর্চিত। সাধারণত বস্তু জগতের বেশিরভাগ উদ্দীপনাই আমরা গ্রহণ করি চোখের মাধ্যমে। এই জাতীয় স্মৃতিকে অপটিক বা ভিসুয়াল ইম্প্রিন্টিং বলা যেতে পারে। লাল মাটির রাস্তা, সোনাঝুরি গাছ দেখলেই আমাদের মানসপটে শান্তিনিকেতনের গ্রাম্য তপোবন সদৃশ পরিবেশ ফুটে উঠে। সমুদ্র দেখলেই বাঙ্গালীর অতি প্রিয় পুরির কথা মনে পরে যায়। সানাই বাজতে দেখলেই বিবাহ বাসর অথবা নহবতের চিত্র ভেসে ওঠে। এগুলো প্রত্যেকটাই ভিসুয়াল ইম্প্রিন্টিং। বার বার দেখার ফলে স্মৃতিগুলো সংযুক্ত অবস্থাতেই ধরা রয়েছে, পৃথক ভাবে নেই। 'নেচার' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত 'pathways of the past: The imprint of memory' শীর্ষক এক আলোচনায় গ্যব্রিয়েল হর্ন স্মৃতি কেন্দ্রিক চরিত্র গঠনে স্নায়ুতন্ত্র ছাড়াও শিক্ষণ পদ্ধতি, ঘটনালব্ধ অভিজ্ঞতা এবং সর্বোপরি ভিসুয়াল ইম্প্রিন্টিং-এর গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন।[1] অপর আর এক প্রকার স্মৃতি হল অডিটরি ইম্প্রিন্টিং বা শ্রবনেন্দ্রিয় নির্ভর ছাপ। ভোর বেলায় চণ্ডী পাঠের আওয়াজ কানে গেলেই মহালয়া এবং দূর্গাপূজার আনন্দ মুখর চিত্র ভেসে ওঠে। কোকিলের কুহু ডাক বসন্তের আগমনকেই নির্দেশ করে। ছন্দবদ্ধ ঘণ্টার ধ্বনি শুনলে মন্দিরের পবিত্র ভাব গম্ভীর পরিবেশের কথাই মনে পরে যায়। এসব কিছু অডিটরি ইম্প্রিংন্টিং। একটি বাচ্চা ছেলে বা মেয়ে খুব সহজেই তাদের মায়ের স্নেহ ভরা স্পর্শ অনুভব করে মাকে শনাক্ত করতে পারে। মানুষ ছাড়াও এটি বিড়াল, কুকুর সহ আরও অনেক ইতর প্রাণীর ক্ষেত্রেও সত্যি। আজ থেকে বহু বছর পূর্বে ১৯৩৮ সাল নাগাদ কনরাড লরেঞ্জ তার বিখ্যাত রাজহাঁস সংক্রান্ত পরীক্ষার মাধ্যমে সন্তানোচিত ছাপ বা ফিলিয়াল ইম্প্রিন্টিং-এর কথা বলেছেন[2]। একজন অন্ধ ব্যক্তি খুব সহজে স্পর্শ দ্বারাই নানা জড় ও সজীব বস্তু শনাক্ত করে থাকেন। একজন স্বাভাবিক মানুষ অপেক্ষা ঐ অন্ধ ব্যক্তির এই বিশেষ প্রকার ক্ষমতা বেশী থাকলেও সাধারণ ভাবে এটাই হল স্পর্শজাত স্মৃতির বাস্তব উদাহরণ। খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে এই ছাপ কিংবা স্মৃতি এগুলো কি শুধুমাত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই অর্জিত হয় নাকি এর বংশানুক্রমিক সঞ্চারণও সম্ভব। পৃথিবীর নানা প্রান্তে এ ব্যাপারে গবেষণা হয়ে চলছে। সম্প্রতি এক আলোচনা প্রসঙ্গে বিজ্ঞানী অ্যাড্রিয়ান বার্ড মানুষের জিনে পরিবেশের নানা রকম প্রভাব এবং সেগুলোর বংশানুক্রমিক সঞ্চারণের কথা উল্লেখ করেছেন। তার এই আলোচনা সুবিস্তৃত ভাবে জীববিজ্ঞানের একটি প্রখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছে[3]। তাই আমাদের স্মৃতির বেশখানিকটা যে পূর্বপুরুষদের থেকে পাওয়া এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। অবশ্য পূর্বপুরুষদের 'ছাপ' যে অমাদের মধ্যে থাকবে তাতে আর আর্শ্চযের কি! এই স্মৃতি সঞ্চয়ের পদ্ধতিটাকি মানুষের সম্পূর্ণ জীবনকাল ধরেই চলতে থাকে নাকি এর কোন বিশেষ সময় আছে? বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে 'ভাবের ঘরে' ছাপ ফেলার সবচেয়ে আর্দশ সময় হল শিশুকাল যাকে তারা 'সংকট কাল' (critical period) বলে উল্লেখ করেছেন [4]। সদ্য গড়া নরম মাটির মূর্তিতে যে কোন ছাপ তা সে খারাপ ভালো যাই হোক না কেন রয়ে গেলে তাকে মুছে ফেলা বেশ শক্ত। আমি এমন ঘটনাও শুনেছি যেখানে পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তি নির্দিষ্ট ভাবে শুধুমাত্র স্বরবর্ণ কিংবা ব্যাঞ্জনবর্ণের ব্যবহার ভুলে যাচ্ছেন। এ আমার মন গড়া কাহিনি নয়, চিকিৎসক বিজ্ঞানীদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা। এর কারণ অবশ্য এখনও অজানা। তাহলে আলোচনার প্রারম্ভে সময়কে সঙ্গায়িত করতে গিয়ে সময় র্কতৃক ভবিষ্যতকে বর্তমানে, বর্তমানকে অতীতে আর অতীতকে স্মৃতিতে পরির্বতনের যে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছিল স্মৃতিতেই কি তার পরিসমাপ্তি? নাকি এর রেশ আরও খানিকটা লম্বা। ব্যক্তিগত ভাবে আমার মনে হয় স্মৃতির প্রভাব বর্তমান-ভবিষ্যত-অতীত সর্বত্র তাই পরিবর্তনের ধারাটি রৈখিক নয় বরং চক্রাকার। এতো গেলো স্মৃতির বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনা। এখন দেখা যাক যুক্তিনির্ভর বিশেষ জ্ঞানের আধারে সময়ের অব্যস্থানটা ঠিক কিরকম। বিজ্ঞানীরা 'সময়' কে চতুর্থ মাত্রা হিসাবে অনেক সময় কল্পনা করে থাকেন। অবশ্য দার্শনিক অনুসন্ধান থেকে বলা যায় সময় হল পরির্বতনের ভাষা বা মাধ্যম যাকে অবলম্বন করে স্থূল সূক্ষ্ম, চেতন-অচেতন, যাবতীয় সৃষ্টি আর্বতিত হয়। নিউটোনিয়ান তত্ত্ব অনুযায়ী সময় হল এমন একটি নিরপেক্ষ মাত্রা যাকে আশ্রয় করেই বস্তুজগতের নানা ঘটনা ঘটে চলেছে[5]। বিপরীতক্রমে লেবিঞ্জ, কাণ্ট প্রমুখ জার্মান দার্শনিকদের মতানুযায়ী সময় কোন আধার নয় যাতে পরিণামী জগৎ আর্বতিত হয়। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর এই

দুই তত্ত্ববিৎ সময়কে সংখ্যা ও স্থানের মত এমন একটি মৌলিক ধারণা হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন যার আবহে থেকে মানুষ ঘটনাগুলোর তুলনামূলক ক্রম নির্ধারণ করে [6]। ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও আমরা অনেক সময়ই 'স্থান' ও 'কাল' কে একসাথে উল্লেখ করে থাকি। ছোটবেলার ফেলে আসা ঠাকুরমার ঝুলি কিংবা জাতক কাহিনির বিখ্যাত সব গল্পগুলো যেগুলোর সাথে আমাদের বেড়ে ওঠা সেগুলোও শুরু হয় সময় পরিমাপক উক্তি দিয়েই-'বহুকাল পূর্বের কথা...' ইত্যাদি। কালচক্রে পড়ে এইসমস্ত গল্পগুলো থেমে গেছে। গৃহর্কতা তার জীবন সায়াহ্নে এসে সদ্য হাঁটতে শেখা নাতিকে দেখে আপশোস করছেন -'আহা যদি ওর বয়েসটা ফিরে পেতাম!' হয়তো নাতিকে দেখে নিজের বেশ কিছু হারানো স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়েই উক্ত গৃহকর্তার '...বয়েসটা ফিরে' পাবার ইচ্ছা হয়েছে। তাই মানুষের অতীতের স্মৃতি যে র্বতমানকে প্রভাবিত করে এবং ভবিষ্যতের রূপরেখাও অনেকাংশে নির্ধারণ করে তা বলাই বাহুল্য। আবার এটাও ঠিক যে স্মৃতির দ্বারা চালিত হলে মুশকিল, কারণ মনুষ্য জীবনের সুখস্মৃতিগুলোর পাশাপাশি বেশখানিকটা জায়গা জুড়ে থাকে দুঃখস্মৃতি। ফলত সেগুলোর মাধ্যমে অতিরিক্ত প্রভাবিত হবার সম্ভাবনাটা থেকেই যায়। তবে নিজের ক্রমবর্দ্ধমান বয়সকে উপেক্ষা করে হারানো দিনগুলোতে ফিরে যাবার ইচ্ছাটা অনেকটা সহজাত এবং বহু প্রাচীন। বোধহয় এইরকম কোন আপাত উদ্ভট কল্পনামিশ্রিত ইচ্ছা থেকেই সময় সম্পর্কিত নানা আপতবিরোধী তত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছে। ২০০২ সালে বিজ্ঞানী ফ্রানসিস লোবো এবং ক্র্যাফর্ড 'Time, Closed Timelike Curves and Causality' 'শীর্ষক এক আলোচনায় সময়ের আপার্তবৈপরীতার (Paradox) নানান দিক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে Grandfather Paradox এবং causal loops এই দুটির উল্লেখ করেছেন[7]। এখন প্রশ্ন হল এগুলো ঠিক কি বস্তু? এ প্রসঙ্গে সেই পূর্বে উল্লেখিত গৃহকর্তার কথাটাই ধরা যাক। মনের কোন অপূর্ণ ইচ্ছা বা বাসনা থেকেই হয়তো তিনি নাতির বয়েসে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। Grandfather Paradox তার এই ইচ্ছাকে অনুমোদন করে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী খুব সহজেই সময় নির্ভর পশ্চাদ্গামন করে ফেলে আসা দিনগুলোতে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব। বস্তুত Grandfather Paradox তখনই সম্ভব যখন অতীতের কোন ঘটনাকে বদলে ফেলা যায়। এখন এই আপাত অসম্ভব ঘটনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য সেই গৃহকর্তাকে time machine তৈরী করতে হবে। ধরা যাক তিনি সেই time machine এর সাহায্যে তার যুবা অবস্থায় ফিরে গেলেন এবং এই time machine তৈরীর উপায় জানিয়ে এলেন। তিনি আবার যুবা অবস্থায় গিয়ে এই পদ্ধতি বলে এলেন। এর ফলে যে পরস্পর নির্ভরশীল একটি চক্রাকার ঘটনাপ্রবাহ তৈরী হল সামগ্রিক ভাবে একেই Causal loops বলা হয়ে থাকে[7]। ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মের মুখপত্র বেদে সময়কে 'কাল' স্থানকে 'দিস' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য স্থান বা আকাশ হল পঞ্চভুতের একটি যা সময় বা কালের সাথে একত্রে পুরুষ প্রকৃতি ময় ব্রহ্মে লীন হয়ে থাকে। বস্তুত স্থান এবং কাল এই দুটোই স্থূল বিষয় যার উৎস বা সীমা সর্ম্পকে ধারণা করা শক্ত। পূর্বেই বলা হয়েছে যে স্থান এবং কাল বস্তু জগতের যাবতীয় ঘটনাকে নিয়ন্ত্রন করে। বেদে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে বলা হয়েছে পঞ্চেন্দ্রিয় মারফত সময়কে সংজ্ঞায়িত করা না গেলেও যখন আত্মার সাথে বিশুদ্ধ সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব তখনই এক মাত্র সময় সর্ম্পকে সম্যক ধারণা করা যায়। বেদে আত্ম অনুভূতির এই বিশেষ অবস্থাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'কৈবল্য', 'তুরীয়' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তাই বেদের আরও নির্দিষ্ট ভাবে ঋকবেদের স্পষ্ট নির্দেশ কৈবল্য বা তুরীয়তে অবস্থান করার অর্থাৎ সময়ের সদ্ব্যবহার করার কারণ স্থান এবং কালের মধ্যেই ঈশ্বরের নিবাস। বেদে স্থান ও সময়ের গুরুত্ব অপরিসীম। যর্জুবেদীয় 'মৈত্রী' উপনিষদে বলা হচ্ছে যে ব্যক্তি স্থান ও কাল এর গূঢ় তত্ত্ব সর্ম্পকে অবগত তিনি প্রকৃত অর্থেই বেদজ্ঞ। আমাদের প্রত্যেকেরই সময় সর্ম্পকে পৃথক পৃথক উপলব্ধি রয়েছে। একজন প্রৌঢ়ের কাছে সময় বলতে যা বোঝায় একটি বাচ্চার কাছে তা হয়তো সম্পূর্ণ রূপে উল্টো। অনেকে বলে থাকেন বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানুষের কাছে সময়ের আপাত গতিও বৃদ্ধি পায়। এর একটা কারণ হতে পারে বার্ধক্যজনিত ধীর কর্ম পদ্ধতি যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে সময়ের আপত গতি বাড়িয়ে দেয় এখন প্রশ্ন হল আমরা সময়কে ঠিক কিভাবে অনুভব করি? বিশিষ্ট গবেষক মার্ক উইটম্যান তার 'Felt Time' শীর্ষক বইতে এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। আধুনিক মনস্তত্ত্ব এবং স্নায়ুবিদ্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণালব্ধ ফলাফলের উপর ভিত্তি করে উইটম্যান এই বইতে স্থূল সময় সর্ম্পকে মানুষের ধারণাকে সুচারুভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আমাদের প্রত্যেকের কাছে সময়ের গতিবেগ কেন ভিন্ন ভিন্ন, আবেগপ্রবণ লোকেরা কেন সময় বিশেষে বেশি একঘেয়েমিতায় ভোগেন, আমাদের কেন মাঝে মাঝে একই পরিমাণ সময়কে বেশি বা কম বলে মনে হয় এইরকম আরও বহু আকর্ষণীয় প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন ছন্দবদ্ধ হৃদস্পন্দন অনেক সময় দেহের অন্তর্বর্তী সময় চক্র হিসাবে কাজ করে সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তির সময় সম্পর্কিত ধারণাকে চিত্রিত করে। এমনকি সময় এবং চেতনা সংক্রান্ত গবেষণা সর্ম্পকেও উইটম্যান উল্লেখ করেছন তার এই বইতে [8, 9]।

বিচিত্র সমাজ, বিচিত্র এর রূপ। মানব মনের উপর প্রতিনিয়ত নানা ভাবে প্রভাব ফেলছে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা আর তাতেই বদলে যাচ্ছে জমে থাকা স্মৃতিগুলো। মানুষও অনবরত শিক্ষা নিয়ে চলছে এইরকম নানা অভিজ্ঞতা থেকে। তৈরী হচ্ছে নতুন থেকে নতুনতর প্রেক্ষাপট। এখন সেই বাচ্চা মেয়েটির মনে পায়েস আর খিচুড়ির বদলে যায়গা করে নিয়েছে বার্গার কিংবা পাস্তা। প্রশ্ন হল পাস্তা-বার্গারের সাথে আগের 'সেই পূজা বাড়ির' মত কোন গৌণ স্মৃতি জড়িয়ে থাকে কি নাকি এগুলি সবই একক এবং পৃথক ভাবে সঞ্চিত হয়? আমার মনে হয় যে স্মৃতি যত বেশি সংখ্যক গৌণ স্মৃতির সাথে যুক্ত স্থায়িত্বের বিচারে সেই স্মৃতির ভিত ততো মজবুদ। মানুষের বেড়ে ওঠার পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং আরো অনেক কিছু তিল তিল করে লক্ষ্যে অলক্ষ্যে তার অন্তর্জগতের গঠন কাঠামোর উপর প্রভাব বিস্তার করে। বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের সেই নাম না জানা বাচ্চা মেয়েটা যেভাবে পায়েস-খিচুড়ির সঙ্গে পূজোর অনুষ্ঠানকে জুড়তে চেষ্টা করে সেরকম হয়তো সাহেবদের দেশের শিশুটি কেক পেস্ট্রির সাথে যীশুর জন্ম দিনের পবিত্র পরবকে অভিন্ন করে ভাবতে শেখে। দেশ-কালের বিচারে পার্থক্য থাকলেও স্মৃতির আঙ্গিকে এ দুটি সমার্থক। সময় বিশেষে কিছু স্মৃতি পীড়াদায়ক আবার কিছু আনন্দ বর্ধক। স্থবিরবাদী কোন কোন দার্শনিক তাই স্থায়ী এবং বিশুদ্ধ আনন্দ পেতে স্মৃতি সঞ্চিত না রাখার পরামর্শ দিয়ে থাকেন যদিও বাস্তব ক্ষেত্রে এর সম্ভাব্যতা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে। সমাজবদ্ধ জীব মানুষের স্মৃতিতে জড়িয়ে থাকে আরও দশটা মানুষের কার্যকলাপ এবং কার্যকলাপ প্রসূত প্রভাব। সময়ের অলিন্দে কোন কোন স্মৃতি ধূসর-বিবর্ণ আবার কোনটা ততটাই তরতাজা, প্রাণবন্ত। ব্যাক্তি বিশেষের অন্তর্জগতের এই ছাপ বা স্মৃতি সময় বিশেষে সমষ্টি অর্থাৎ সমাজকেও নাড়া দেয়। বিপরীতক্রমে সাহিত্য সমাজের দর্পন হওয়ায় খুব স্বাভাবিক ভাবেই মনুষ্যসৃষ্ট সাহিত্যে সমাজের স্মৃতি বারেবারে ধরা পরে, আর তারপর সময়েরই হাত ধরে আবর্তিত হয়। তাই সার্বিক ভাবে সমাজকে যে যে উপাদান ধরে রেখেছে তার মধ্যে সময় নির্ভর স্মৃতি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা ঐতিহাসিক ভাবে সত্য। উদাহরণ হিসাবে ধরা যাক আজকের সমাজ এমন কোন প্রেক্ষাপট নিশ্চয়ই চাইবে না যা পূর্বে অরাজকতার কারণ হয়েছে। বস্তুত সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে স্মৃতির হাত ধরে সে যখন দেখবে বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে তখনই সর্বান্তকরণে ত্যাগ করবে সেই গতিপথ। এভাবেই স্মৃতি মানুষ এবং বৃহদার্থে সমাজকে সময় সাপেক্ষে নানা আঙ্গিকে শিক্ষা দেয়। পূর্বেই বলেছি আজকে যা ঘটছে আগামী কালই তা স্মৃতি এবং আরো গুরুত্বপূর্ণভাবে পরশুর পথ চলার পাথেয়। আজকের সময়ের ফাঁদে পড়ে ইছা বা অনিচ্ছায় গত দিনের স্মৃতিকে ভুলে থাকা যায় বটে তবে কে বলতে পারে ফেলে আসা দিনের ভুলতে বসা সেই অভিজ্ঞতাই হয়তো পরিত্রাতা হয়ে ফাঁদ থেকে উদ্ধার করল। এই রকম ভাবনা থেকেই হয়তো একদিন মানুষের সামাজিক দায়বদ্ধতা বাড়বে, মানুষ আরও শ্রদ্ধাশীল হবে নিজের অতীত এবং শেকড় সম্পর্কে। এখন প্রসঙ্গক্রমে স্মৃতি ধরে রাখা আমাদের ইচ্ছাধীন কিনা সে প্রশ্নটা স্বাভাবিক ভাবেই চলে আসে। যে বিজ্ঞান এখনও মন এবং মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম পার্থক্য নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত, যার কাছে সময়ের শুরু ও শেষের কোন স্পষ্ট, যুক্তি নির্ভর ব্যাখ্যা নেই, তার থেকে এখনই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার আশা না করাই ভালো, এতদিনে এটুকু জানা গেছে যে মস্তিষ্ক নির্দিষ্ট সময়ে (নিদ্রাকালে) সারাদিনের জমে থাকা স্মৃতিগুলোর নির্বাচন ও বন্টন করে থাকে।[10] যেহেতু মস্তিষ্ক আমাদেরই দেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ তাই অবচেতনে থাকা ইচ্ছেগুলো যে স্মৃতি নির্বাচন ও বণ্টনে সক্রিয় থাকে না এমনটা বলা মুশকিল। সময়ের হাত ধরেই ব্যাক্তি অস্তিত্বকে ঘিরে থাকা নানা স্মৃতি ফিরে ফিরে আসে মানুষের ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় প্রভাবিত করে জীবনকে এবং কালের গহ্বরে ঢলে পড়ে একসময়- গোচরে, অগোচরে। উত্থাপিত হয় বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন আর তাতেই বদলে যায় জীবন প্রবাহের দিক, পরিবর্তিত হতে থাকে পটভূমিগুলো। এ যেন নাটকের দৃশ্য পরিবর্তন কিংবা শিল্পীর ক্যানভাসের চিত্রগুলির ধারাবাহিক প্রদর্শনী। জ্ঞাতে অজ্ঞাতে কম বেশী সবাই এই নাটকের কুশীলব হয়ে পরে আর তাতেই যত ঝামেলা। নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা বলা ভালো অখণ্ড শান্তিই যেখানে অভিলাষ সেখানে কুশীলব তো নয়ই, এমনকি প্রতিক্রিয়াহীন দর্শক হলেই শুধু চলে না, সময় বিশেষে অনন্ত সুখ বা শান্তির সেই শেষ বাসনাটুকুও ত্যাগ করতে হয়। তখন স্মৃতিও নেই স্মৃতিজাত যাবতীয় প্রশ্নও নেই। নিস্তরঙ্গ চিদাকাশে প্রথমে শুধু প্রশান্ত আমির রাজত্ব আর তারপরে তাও ফিকে হতে হতে ক্রমে অদৃশ্য প্রায়। সময় তখন অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত রহিত ভাবে কৈবল্যে স্থিতি লাভ করেছে। মানব জীবনে কার্য- কারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে ঘটে চলা নানা ঘটনাগুলোও আদতে সময়ের অভিভাবকত্বেই লালিত এবং ক্রমে পরিপক্ক হয়ে স্মৃতির খাতায় অন্তর্ভূক্ত হয় এ যেন এক বিরামহীন চক্র। তাই খণ্ড খণ্ড স্মৃতি কিংবা সময়কে এদিক ওদিক ইতস্তত জুড়ে বিক্ষিপ্ত কতগুলো বাক্য অথবা অনুচ্ছেদ হিসাবে জীবনকে না দেখে কয়েকটি অর্থবহুল গল্প হিসাবে কল্পনা করলে জীবন প্রবাহের ধারাটি যেমন অক্ষুন্ন থাকে চাওয়া পাওয়ার হিসাব গুলোও কাহিনি অনুযায়ী মিলিয়ে নিতে সুবিধে হয়। সমাজেও তখন এক ধনাত্মক চেতন প্রবাহের আবহ তৈরী হয়, যাতে আমি, আপনি আমরা সবাই গা ভাসাতে পারি নির্দ্বিধায়। উদ্দেশ্য তখন স্বার্থের কেন্দ্র পেরিয়ে সমষ্টির পুত গন্ধহীন প্রশস্ত

পথে পারি দিয়েছে এমন এক গন্তব্যের দিকে যেখানে দেহ নেই, মন নেই, তুমি নেই, আমি নেই। সময়-স্মৃতি কিছুই নেই রয়েছে শুধু আদি অনন্ত আনন্দ ধারা। একে জটিল মনুষ্যদেহ তায় আবার অসঙ্গায়িত মন উপরন্তু বস্তু জগতের খুঁটিনাটি নানা আন্দোলন, সব মিলিয়ে বিষয়টা নেহাত সহজ নয়। তবু মনে হয় স্মৃতির খাতা থেকে বর্ণগুলো মুছে ফেললেই কি 'শূন্যে শূন্য মিলাইয়া যাইবে'? অবশ্য রক্ত মাংসের দেহ আর ভোগবাদী দুনিয়াটা ছেড়ে বাক্য ও মনের অতীতে গিয়ে লাভ কি?

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ

ভারতীয় রাসায়নিক জীববিজ্ঞান সংস্থার বিশিষ্ট চিকিৎসক বিজ্ঞানী ড. পার্থ চক্রবর্তীকে ধন্যবাদ স্মৃতি সম্পর্কে তার ব্যবহারিক অভিজ্ঞতালব্ধ মতামত দেবার জন্য।

তথ্যসূত্র

1. Horn, G. (2004). Pathways of the past: the imprint of memory. Nature Reviews Neuroscience, 5(2), 108-120.
2. Krebs, J. R., & Sjölander, S. (1992). Konrad Zacharias Lorenz. 7 November 1903-27 February 1989. Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society, 38, 211-228.
3. Bird, A. (2002). DNA methylation patterns and epigenetic memory. Genes & development, 16(1), 6-21.
4. Anderson, J. R. (2000). Learning and memory.
5. Friedman, M. (2014). Foundations of space-time theories: Relativistic physics and philosophy of science. Princeton University Press.
6. Peckhaus, V. (2011). Leibniz's influence on 19th century logic. Stanford Encyclopedia of Philosophy.
7. Lobo, F., & Crawford, P. (2003). Time, closed timelike curves and causality. In The Nature of Time: Geometry, Physics and Perception (pp. 289-296). Springer Netherlands.
8. Wittmann, M., & Butler, E. (2016). Felt Time: The Psychology of How We Perceive Time. Mit Press.
9. Van Rijn, H. (2016). Psychology: Time piece. Nature, 531(7596), 577-578.
10. Stickgold, R. (2005). Sleep-dependent memory consolidation. Nature, 437(7063), 1272-1278.